সা ত দি ন

৬ মে: মেঘনায় মর্মান্তিক লঞ্চডুবির ৬২ ঘন্টা পর ২শ' জন শিশু, নারী, পুরুষের লাশসহ লঞ্চ সালাউদ্দীন-২ উদ্ধার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিআইটিতে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে প্রায় ২০জন আহত এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৭ মে : বিএনপি মহাসচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া প্রধান বিরোধী দলকে সংসদে যোগদানের পুনঃআহ্বান জানিয়েছেন।

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডলার বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছেন।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ, ব্যাপক সহিংসতার পর পুলিশ ৩জনকে গ্রেপ্তার করে।

৮ মে : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্ব শিশু সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের অংশ হিসেবে গোলটেবিল আলোচনায় কো-চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগদান করেন।

ইউরোপীয় কমিশনের ডেলিগেশন প্রধান ও রাষ্ট্রদূত এস্কো পেনশিরেনস্কি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সকল রাজনৈতিক দলকে সংসদকে কার্যকর করতে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বস্ত্রখাতের ৩টি সংগঠন নিটওয়্যার ও টেরিটাওয়েল রপ্তানিতে ১৫ শতাংশ ইনসেনটিভ দাবি করেছে। সেই সঙ্গে আগামী ৩০ মের মধ্যে রপ্তানিকারকদের বকেয়া ইনসেনটিভের অর্থ পরিশোধেরও আল্টিমেটাম দিয়েছে।

৯ মে : ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে বৈঠক এবং স্টাটাস অব ফোর্সেস এগ্রিমেন্টের ঝুলে থাকা আলোচনা আবার শুরু করতে চায় বলে মেরী এন পিটার্স জানিয়েছেন।

ঢাবি'র উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেহা তাহমিদা বেগম বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে পিতার কোলে দেড় বছরের শিশু কন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

১০ মে : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বসংস্থার ডিপার্টমেন্ট অব পিস কিপিং অপারেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাজধানীতে ৮ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত ওয়ার্ডে কমিশনার ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ছায়েদুর রহমান নিউটন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

১১ মে : সিনেটর ও সাবেক ফার্স্টলেডি হিলারি ক্লিনটন নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশকে সাধ্যমতো সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উত্তরবঙ্গ সড়ক-মহাসড়কে আর ট্রাক ছিনতাই বা ডাকাতি হবে না, এই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে নওগাঁ চাল ব্যবসায়ী সমন্বয় কমিটি উত্তরাঞ্চল থেকে চাল সরবরাহের ধর্মঘট স্থগিত করেছে।

১২ মে : দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ অন্যান্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি উদ্ভবের কারণে আওয়ামী লীগ এক সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে।

উত্তর বাড্ডায় এক নরপশু তার স্ত্রী ও দুই শিশুপুত্রকে হত্যার তিন দিন পর পুলিশ গলিত লাশ উদ্ধার করেছে।

রাজধানীর বাড্ডায় সন্ত্রাসীদের গুলি বর্ষণে তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদের জিএস সিদ্ধার্থ সরকার নিহত হন এবং ছাত্রলীগের ৬জন কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

পেট্রোল পাম্প মালিক বাবলা হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পেট্রোল পাম্পে ধর্মঘট পালিত হয়।

আলহাজ গোপালভাঁড়

গোলাম মোর্তোজা

রাজ আসরকে মাতিয়ে রাখতে জুড়ি ছিল না গোপালভাঁড়ের। দেশে কাকের সংখ্যা কত, কম হলে বেড়াতে গেছে, আর বেশি হলে বেড়াতে এসেছে– এমন অতি চালাকি গল্প আছে গোপালভাঁড়ের। ঘরের অন্ধকারে চাবি হারিয়ে রাস্তার আলোয় খোঁজার মতো নির্বোধ গল্পও গোপালভাঁড়েরই। গোপালভাঁড়ের অস্তিত্ব নিয়ে যদিও বিতর্ক আছে। চারশ', বারোশ' বা ষোলোশ' শতকে তার অস্তিত্বের কথা অনেকে বলেন। তবে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রতি একজন গোপালভাঁড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি আলহাজ গোপালভাঁড়। আগেকার কথিত গোপালভাঁড় রাজ দরবারে মানুষ হাসাতেন। আর আলহাজ গোপালভাঁড় হাসাচ্ছেন আমাদের ১৪ কোটি মানুষকে। মানুষ হাসানোতে তার যোগ্যতা আলহাজ গোপালভাঁড় ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন। এই হাসি অবশ্য কষ্টের। নামের আগে 'আলহাজ' থাকায় বাণী দেয়া সহজ হচ্ছে। নিয়ম করে বাণী বিতরণ করছেন। শিশু নওশীন সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে। সন্তান শোকে বাবা-মা পাগল প্রায়। বাবা-মার শোক ভোলাতে এগিয়ে এসেছেন আলহাজ গোপালভাঁড়। তিনি বলেছেন, 'যার যেখানে মৃত্যু আছে সেখানেই হবে। এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক হবে না। হায়াত মউত সব আল্লাহর হাতে। আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে।' একেবারে খাঁটি কথা! কিন্তু নওশীনের বাবা-মা একথা ভুলে গেছেন। শুধু শুধু তারা সন্তান হত্যার বিচার চাইছেন। আরে আলহাজ গোপালভাঁড় যেখানে বলেছেন 'হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে' তখন বিচার চাইবেন কেন? আল্লাহ না চাইলে তো নওশীন নিহত হতো না! তাহলে কার বিচার হবে? কিন্তু এই সহজ এবং সত্য কথা নওশীনের বাবা-মা যেমন বুঝতে চাইছেন না, বুঝতে চাইছে না দেশবাসীও। আলহাজ গোপালভাঁড় বলেছেন, 'গুলি হয়েছে দূরে। তাছাড়া ওকে (নওশীন) উদ্দেশ্য করেও গুলি করা হয়নি। নওশীনকে হত্যা করা সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্যও ছিল না। গুলিটা হঠাৎ করে লেগে গেছে...।' গুলিটা যে হঠাৎ করে লেগেছে, লাগার কথা ছিল না, এটা গোপালভাঁড় জানলো কীভাবে? আরে এতো আর সেই গোপালভাঁড় না। এ তো আলহাজ গোপালভাঁড়! এই আলহাজের পক্ষে কী না জানা সম্ভব!

তবে গোপালভাঁড় এখন নামের আগে

‘আলহাজ’ শব্দটি আর ব্যবহার করতে চাইছেন না। কেন তার এই সিদ্ধান্ত? মানুষের ওপর অভিমান করে কিনা— সেটা জানা যায়নি।

লঞ্চ ডুবে চারশ’ মানুষ মারা গেল। মানুষ হৈ চৈ শুরু করে দিল দেশ জুড়ে। কাঠবডির লঞ্চ, ফিটনেস ঠিক ছিল না ইত্যাদি কথা বলতে থাকলো মানুষ। এখানেও মানুষের ভুল ভাঙতে এগিয়ে এলেন মহামানব আলহাজ গোপালভাঁড়। শোনালেন তার অমর বাণী, ‘এত বড় জাহাজ টাইটানিক ডুবে গেল, আর কাঠের লঞ্চ তো ডুবতেই পারে।’ মহামানবের এই কথায় দেশবাসী খুবই লজ্জা পেলেন। কারণ এত বড় সত্য কথা তারা ভুলে গেছেন। বিখ্যাত টাইটানিক ডুবে মারা গেল হাজারের ওপরে মানুষ। কাঠের লঞ্চ ডুবে মারা গেল মাত্র চারশ’ মানুষ। আর তাই নিয়ে তাদের এত হৈ চৈ! মানুষ এখন লজ্জা লুকোনোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না! মানুষকে এতবড় লজ্জা দিতে পেরে আলহাজ গোপালভাঁড় মহাখুশি। তিনি এখন নিজের বগল নিজেই বাজাচ্ছেন।

কার্টুন: শিশির ভট্টাচার্য *সৌজন্যে: প্রথম আলো*

বাঙালি মানসে গোপালভাঁড়ের পরিচিতি বুদ্ধির প্রতিকৃতি হিসেবেই। কিন্তু আজকের আলহাজ গোপালভাঁড়ের কর্মকান্ডে মানুষ বুদ্ধির ছোঁয়া দেখতে পায় না। আলহাজ গোপালভাঁড়ের পুরো অবয়ব জুড়ে নির্বুদ্ধিতার ছাপ। এই ‘বুদ্ধিমান’ আর ‘নির্বোধ’ গোপালভাঁড়ের মধ্যে মিল আছে একটি বিষয়ে। উভয়েই লোক হাসাতে পারেন। পার্থক্য শুধু, একটি আনন্দের, একটি বেদনার

মহামানব আলহাজ গোপালভাঁড়কে আসলে মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। এই মহামানবকে বোঝার মতো ক্ষমতাই সম্ভবত মানুষের নেই। আলহাজ গোপালভাঁড় বলেছেন, ‘গুলি দূরে হয়েছে, এদিকে আসার কথা না’। আবার বলেছেন, ‘ঘটনা কোথায় ঘটবে সেটা তো আগে থেকে জানা যায় না।’ সাধারণ মানুষ এই দুটি বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছে না। সাংবাদিকরা আবার তাকে প্রশ্ন করছেন, ‘সন্ত্রাসী ধরা পড়ছে না কেন, সন্ত্রাস কমছে না কেন?’ কী বোকার মতো প্রশ্ন! মানুষ খুন হওয়ার পর তিনি ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। নিহতের স্বজনদের জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ইতিমধ্যে নিঃশেষ করে ফেলেছেন। নিহতের কবরকে বেহেশতের ফুলের বাগান বানিয়ে দিতে বলেছেন ঈশ্বরকে। এগুলো নিয়েও সাংবাদিকদের বাড়াবাড়ি রকমের প্রশ্ন তিনি কিছুতেই মানতে পারছেন না। সাংবাদিকদেরও তিনি ছেড়ে কথা বলেন নি। প্রমাণ দিয়েছেন আলহাজ গোপালভাঁড় শুধু বাণী শোনানোর জন্য পৃথিবীতে আসেননি। তিনি ধমকও দিতে পারেন। তিনি ধমক দিয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘ড্রামা করবেন না। মানুষের জন্য কাজ করেন।’ ইতিপূর্বে এক সাংবাদিককে তিনি সাংবাদিকতা শিখিয়েও দিতে চেয়েছেন।

আলহাজ গোপালভাঁড় মনে করেন, সাংবাদিকরা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। ‘দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি’— আলহাজ গোপালভাঁড়ের এই অমর বাণীর সামান্য অংশও সাংবাদিকরা বুঝতে পারেননি। এই বাণী সাংবাদিকরা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সাংবাদিকদের মতো দেশবাসীও তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। উল্টো আলহাজ গোপালভাঁড়কে নিয়ে গল্প-গুজবে মেতে উঠেছে মানুষ। সাধারণ মানুষ বলছেন তিনি ‘মোটা’ বুদ্ধির মানুষ। আলহাজ গোপালভাঁড়ের বুদ্ধি নাকি মাথায় না, হাঁটুতে। কোনো কোনো মহামানবের ক্ষেত্রে নাকি এমন হয়!

‘জেলখানায় বসেও অনেকে সোনারগাঁও, শেরাটনের খাবার খায়। মোবাইলে চাঁদা আদায় করে’— একথা বলেছেন স্বয়ং আলহাজ গোপালভাঁড়। মানুষ বিস্মিত, হতবাক! একি অমরবাণী শোনালেন মহামানব! আলহাজ গোপালভাঁড় কত বড় মহামানব! তিনি জেলখানার আসামিদেরও কত সুখে রেখেছেন। মোবাইলে কথা বলতে দিচ্ছেন, দামি খাবার খেতে দিচ্ছেন। আইন অনুযায়ী জেলখানার আসামির কাছে মোবাইল থাকার কথা নয়। কিন্তু তারপরও আলহাজ গোপালভাঁড় আসামিদের কাছে মোবাইল রাখতে দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবছেন না। একমাত্র হাঁটুতে বুদ্ধি থাকা মহামানবদের পক্ষেই এমন মহানুভবতা দেখানো সম্ভব!

বাঙালি জীবনের সঙ্গে গোপালভাঁড় ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। জীবনের হাসি-কান্না-আনন্দ- বেদনা সব কিছুর মধ্যেই মানুষ গোপালভাঁড়ের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। আগেকার সেই গোপালভাঁড়ের নির্বোধ কর্মকান্ডের সঙ্গেও মানুষ পরিচিত ছিল। তবে বেশি পরিচিত ছিল তার বুদ্ধির সঙ্গে। গোপালভাঁড় তার বুদ্ধি দিয়ে অন্যকে পরাজিত করতো, সমস্যার সমাধান দিতো, মানুষকে আনন্দ দিতো। বাঙালি মানসে গোপালভাঁড়ের পরিচিতি বুদ্ধির প্রতিকৃতি হিসেবেই। কিন্তু আজকের আলহাজ গোপালভাঁড়ের কর্মকান্ডে মানুষ বুদ্ধির ছোঁয়া দেখতে পায় না। আলহাজ গোপালভাঁড়ের পুরো অবয়ব জুড়ে নির্বুদ্ধিতার ছাপ। এই ‘বুদ্ধিমান’ আর ‘নির্বোধ’ গোপালভাঁড়ের মধ্যে মিল আছে একটি বিষয়ে। উভয়েই লোক হাসাতে পারেন। পার্থক্য শুধু, একটি আনন্দের, একটি বেদনার।

আগের সেই গোপালভাঁড় যদি এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেন, তাহলে রাজা নিশ্চয় তাকে শাস্তি দিতেন। পাঠাতেন নির্বাসনে। এ জন্য গোপালভাঁড়কে সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। কিন্তু আলহাজ গোপালভাঁড় যত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই দিক না কেন, তার মনে কোনো ভয় নেই। কারণ সে জানে তার কোনো শাস্তি হবে না, ক্ষমতা যাবে না।

জয়তু আলহাজ গোপালভাঁড়।